



Paaro পারো



কর্তৃপক্ষদের জন্য

পারো: কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা

জাতীয় সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যবহার-নির্দেশিকা

এই বই জাতীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য। এখানে আছে জাতীয় ড্যাশবোর্ড কীভাবে পড়বেন, কে কোন তথ্য দেখে, আর পাইলট থেকে পুরো দেশে চালুর সময় কোন সিদ্ধান্তগুলো আপনার হাতে।

সূচিপত্র

- ১ এক নজরে পারো
- ২ পারোতে ঢাকা
- ৩ জাতীয় ড্যাশবোর্ড
- ৪ জেলা থেকে স্কুল পর্যন্ত
- ৫ কে কী দেখে, আর তথ্যের সুরক্ষা
- ৬ প্রশ্নের মান আর শিক্ষকদের ভূমিকা
- ৭ চালু করার পরিকল্পনা
- ৮ তথ্য কাজে লাগানো
- ৯ প্রায়ই যা জানতে চাওয়া হয়
- ১০ এক পাতায় সব

এক নজরে পারো

পারো কী, কেন, আর কোন ভিত্তিতে তৈরি।

পারো হলো ১২ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শেখা-সহায়তার ব্যবস্থা। ওয়েবসাইট paaro.net। শিক্ষার্থী যেকোনো ফোনে ছোট একটি কুইজ দেয়, ক্লাসে বা বাসায়। সাধারণত কুইজে ৮টা প্রশ্ন থাকে। এরপর শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক আর শিক্ষা অফিসাররা নিজের নিজের স্তরে দেখতে পারেন কে কোথায় আছে।

কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনি দেখবেন পুরো দেশের ছবি: কত প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে, কত শিক্ষার্থী নিয়মিত কুইজ দিচ্ছে, আর বিষয়ভিত্তিক শেখা কোন ধাপে আছে। এখান থেকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা হয়ে স্কুল পর্যন্ত নামতে পারবেন। সব জায়গায় আপনি সংখ্যা আর ধাপ দেখবেন। কোনো শিক্ষার্থীর নাম দেখবেন না।

এই বইয়ের জাতীয় স্ক্রিনশট সম্পর্কে



জাতীয় পাতার ছবিগুলো পুরো দেশে চালু হলে কেমন দেখাবে তার নমুনা। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আসল, BANBEIS ২০২৪ থেকে নেওয়া: মোট ৩৬,২০৬ প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ৩৩,২১৬টিতে ৬ থেকে ১২ শ্রেণি চলে, ৬৪ জেলা, ৫৬২ উপজেলা ও থানা। বাকি সব সংখ্যা নমুনা। পাইলট চলেবে কর্তৃপক্ষের বেছে দেওয়া ৪ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠানে।

কর্তৃপক্ষের কাজে পারো কী দেয়

- সাপ্তাহিক ছবি: কোথায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিখছে, আর কোথায় থেমে আছে।
- বিষয়ভিত্তিক ধাপ: কোন বিষয়ে সারা দেশে বা কোনো জেলায় বেশি সাহায্য দরকার।
- রোলআউটের অগ্রগতি: BANBEIS তালিকার কতগুলো প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে।
- শিক্ষকদের অংশগ্রহণ: কতজন শিক্ষক প্রশ্ন যাচাই করে ভান্ডার গড়ছেন।

চারটি বিষয়, এবং কেন এই চারটি

পারো চারটি বিষয় দিয়ে শুরু করেছে: বাংলা, ইংরেজি, গণিত আর আইসিটি। বই হলো এনসিটিবির ২০২৬ সালের পাঠ্যবই।

- বাংলা আর ইংরেজি বই সব ধারায় একই। তাই একই প্রশ্ন সব শিক্ষার্থীর কাজে লাগে, আর ধারা মিলিয়ে তুলনা করা সহজ।
- গণিত আর আইসিটির ইংলিশ ভার্সন বই বাংলা বইয়ের অনুবাদ। তাই প্রতিটি গণিত ও আইসিটি প্রশ্নে বাংলা আর ইংরেজি দুই লেখাই আছে।
- এই চার বিষয়ে একটি প্রশ্নভান্ডার দিয়ে প্রায় সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো যায়।

চারটি ধারা

- সাধারণ (বাংলা মাধ্যম)
- ইংলিশ ভার্সন
- মাদ্রাসা (দাখিল ও আলিম)
- কারিগরি

ছয়টি ধাপ

পারো নম্বরের জায়গায় ধাপ দেখায়। প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিটি অধ্যায়ে ছয় ধাপের কোনো একটায় থাকে। নিচ থেকে ওপরে ধাপগুলো এমন, প্রতিটির নিজের রং আছে। জাতীয় পাতার সব ধাপ-বারে এই রংগুলোই দেখবেন।

১ শুরু	২ চেষ্টা	৩ এগোচ্ছে
৪ পারছে	৫ ভালো পারে	৬ দক্ষ

কোনো অধ্যায়ে ৩ নম্বর ধাপের নিচে থাকলে শিক্ষার্থী আপনা থেকেই একটা সহজ পথ পায়: সহজ প্রশ্ন আর পাঠ, তারপর আবার মূল কুইজ। মানে যারা পিছিয়ে আছে, তারা বাড়তি সাহায্য পায় কারো আলাদা নির্দেশ ছাড়াই।

প্রশ্ন আর কুইজ

- ১২ ধরনের প্রশ্ন আছে: একটা উত্তর বাছাই, সব ঠিক উত্তর বাছাই, সত্য/মিথ্যা, ক্রমে সাজানো, জোড়া মেলানো, শব্দভান্ডার থেকে শূন্যস্থান, সংখ্যা লেখা, শব্দ লেখা, দলে ভাগ করা, ভুল শব্দে ট্যাপ, শুনে লেখা (ইংরেজি), অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর।
- সব কাজ ট্যাপ করে হয়, টেনে নিতে হয় না। কম দামের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আর ক্লাসের স্মার্ট বোর্ডে চলে।
- প্রতিটি প্রশ্নে বইয়ের ছাপা পৃষ্ঠা নম্বর থাকে, যেখানে উত্তরটা আছে। কুইজের পরে শিক্ষার্থী ঠিক উত্তর আর পৃষ্ঠা দেখতে পারে।
- উত্তর মেলানো হয় সার্ভারে। জমা দেওয়ার আগে শিক্ষার্থী উত্তর দেখতে পারে না।

প্রশ্নভান্ডার আজ কোথায়

এখন ভান্ডারে ৭৬৬টি খসড়া প্রশ্ন আছে, এনসিটিবির ২৭টি বই থেকে: ৬, ৭, ৮ আর ৯-১০ শ্রেণির বই, সঙ্গে ১১-১২ শ্রেণির বাংলা। প্রতিটি বইয়ের প্রথম ২-৩টি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকেরা যাচাই করার পরেই প্রশ্ন চালু হয়। এর নিয়ম অধ্যায় ৬-এ আছে।

পারোতে ঢাকা

আপনার লিংক, লগইনের নিয়ম আর সহকর্মীদের অ্যাকাউন্ট।

আপনার লিংক

কর্তৃপক্ষের জাতীয় পাতার লিংক হলো paaro.net/dshe। ব্রাউজারে এটা লিখলেই জাতীয় ড্যাশবোর্ড খোলে, লগইনের পরে। পারোতে প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ লিংক আছে। নিয়মগুলো নিচের টেবিলে।

কার পাতা	লিংক	উদাহরণ
কর্তৃপক্ষ	paaro.net/dshe	paaro.net/dshe
জেলা অফিস	paaro.net/[district]	paaro.net/mymensingh
উপজেলা অফিস	paaro.net/[district]/[upazila]	paaro.net/mymensingh/muktagachha
স্কুল / প্রধান শিক্ষক	paaro.net/[EIIN]	paaro.net/900101
শিক্ষক	paaro.net/[EIIN]/[name]	paaro.net/900101/nasrin
শিক্ষার্থী	paaro.net/[name+4 digits]	paaro.net/rafi2031
অভিভাবক	paaro.net/[student]/guardian	paaro.net/rafi2031/guardian

- জেলা আর উপজেলার নাম ইংরেজিতে, ছোট হাতের অক্ষরে। ফাঁকা জায়গা হাইফেন হয়, যেমন [mymensingh-sadar](https://paaro.net/mymensingh-sadar)।
- পুরোনো বানানও কাজ করে। paaro.net/chittagong খুললে paaro.net/chattogram খোলে। comilla, barisal, jessore আর bogra একইভাবে কাজ করে।
- EIIN হলো স্কুলের ৬ অঙ্কের সরকারি নম্বর। যেকোনো স্কুলের পাতা paaro.net/ এর পরে EIIN লিখলেই পাওয়া যায়।



সভায় বা চিঠিতে কোনো জেলা বা স্কুলের কথা উঠলে লিংকটা সরাসরি লিখে দিতে পারেন, যেমন paaro.net/mymensingh বা paaro.net/900101। যিনি খুলবেন, তাঁর অনুমতি থাকলেই ভেতরের তথ্য দেখবেন।

লিংক শেয়ার করা

প্রতিটি পাতার ওপরে ডানে পাতার লিংক আর **কপি** বোতাম থাকে। কপি চেপে লিংকটা ইমেইল, চিঠি বা মেসেজে বসিয়ে দিতে পারেন। লিংক শেয়ার করলে তথ্য শেয়ার হয় না। যিনি পাবেন, তাঁকে নিজের অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে, আর অনুমতি থাকলেই তিনি পাতাটা দেখবেন।

লগইন

প্রতিটি পাতা খোলার আগে লগইন লাগে। লিংক মনে রাখা সহজ, কিন্তু ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না। কর্মকর্তারা দুইভাবে চুকতে পারেন।

১

paaro.net/dshe খুলুন।

- ২ অফিসের Google অ্যাকাউন্ট ঢোকো চাপুন, আর আপনার অফিসের Google অ্যাকাউন্ট বেছে নিন।
- ৩ অথবা নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ঘরে আপনার নম্বর লিখে কোড পাঠাও (SMS) চাপুন।
- ৪ SMS-এ আসা ৬ অঙ্কের কোড লিখুন। কোড ৫ মিনিট কাজ করে।
- ৫ জাতীয় ড্যাশবোর্ড খুলবে। ওপরে বাংলা/ইংরেজি বদলানোর সুইচ আছে।

লগইন লাগবে

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
paaro.net/mymensingh/muktagachha

অফিসের Google অ্যাকাউন্ট ঢোকো

অথবা

নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর

01911-556677

কোড পাঠাও (SMS)

এই পাতা কারা দেখতে পারে

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
- জেলা শিক্ষা অফিস
- কর্তৃপক্ষ (সদর দপ্তর)

লিংকটা সহজে মনে রাখা যায়, কিন্তু ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না।

ছবি ১. কর্মকর্তার লগইন পাতা। নিচে লেখা থাকে এই পাতা কারা দেখতে পারে।

- এক নম্বরে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩টি কোড পাঠানো যায়। কোড না এলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন।
- শুধু নিবন্ধিত নম্বরে কোড যায়। নম্বর বদলালে পারো টিমকে জানান।
- উপজেলা বা জেলার পাতায়ও লগইন পাতা দেখায় কারা পাতাটা খুলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ সেই তালিকায় থাকে।

সহকর্মীদের জন্য অ্যাকাউন্ট

কর্মকর্তা আর প্রধান শিক্ষকদের অ্যাকাউন্ট অনুমোদন করে পারো টিম। সদর দপ্তরের কোনো সহকর্মীর অ্যাকাউন্ট লাগলে পারো টিমকে লিখুন: hello@paaro.net।

- ১ সহকর্মীর নাম, পদ আর দপ্তর লিখুন।
- ২ তাঁর অফিসের Google অ্যাকাউন্ট, অথবা যে মোবাইল নম্বরে SMS কোড যাবে, সেটা দিন।
- ৩ কোন স্তরের পাতা লাগবে বলুন: জাতীয়, নাকি কোনো নির্দিষ্ট জেলা।

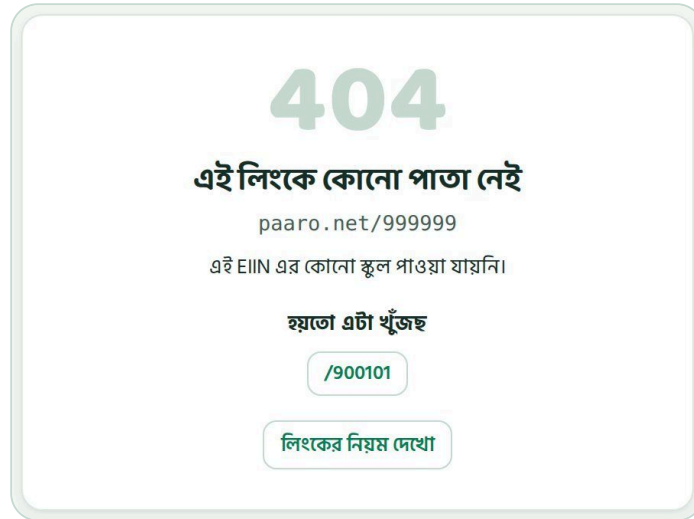
পারো টিম অনুমোদন দিলে সহকর্মী paaro.net/dshe খুলে লগইন করতে পারবেন।



কেউ বদলি হলে বা দায়িত্ব ছাড়লে পারো টিমকে জানান, যাতে তাঁর প্রবেশাধিকার বন্ধ করা যায়।

ভুল লিংক দিলে

ভুল লিংক খুললে পারো একটা পাতা দেখায়: **এই লিংকে কোনো পাতা নেই**। সেখানে কাছাকাছি সঠিক লিংকের পরামর্শ আর **লিংকের নিয়ম দেখা** বোতাম থাকে।

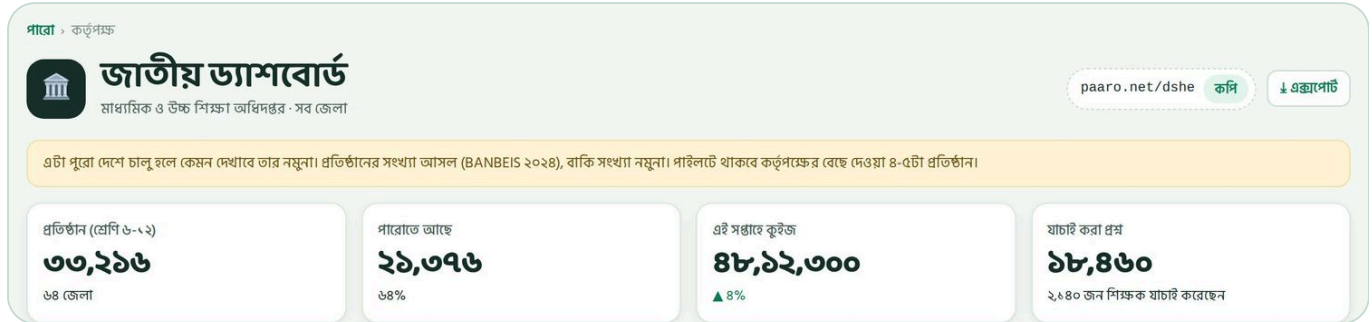


ছবি ২. ভুল লিংকের পাতা। কাছাকাছি সঠিক লিংকের পরামর্শ দেয়।

জাতীয় ড্যাশবোর্ড

এক পাতায় সারা দেশ: সংখ্যা, অংশগ্রহণ, প্রাপ, বিভাগ আর জেলা।

paaro.net/dshe খুললে ওপরে থাকে **জাতীয় ড্যাশবোর্ড**। ডানে পাতার লিংক, **কপি** বোতাম আর **এক্সপোর্ট** বোতাম। তার নিচে হলুদ ঘরে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সংখ্যাগুলো নমুনা। এরপর চারটি সংখ্যার ঘর।



ছবি ৩. জাতীয় ড্যাশবোর্ডের ওপরের অংশ। হলুদ ঘরে লেখা আছে কোন সংখ্যা আসল আর কোনটা নমুনা।

চারটি সংখ্যা

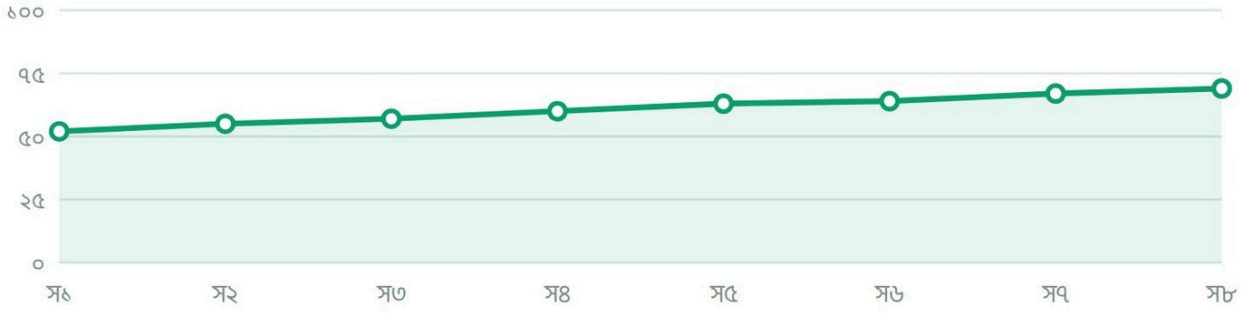
ঘর	কী দেখায়	কীভাবে পড়বেন
প্রতিষ্ঠান (শ্রেণি ৬-১২)	দেশে ৬ থেকে ১২ শ্রেণি চলে এমন প্রতিষ্ঠান: ৩৩,২১৬, ৬৪ জেলায়	এটা আসল সংখ্যা, BANBEIS ২০২৪ থেকে। মোট লক্ষ্য এটাই।
পারোতে আছে	কতগুলো প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে, আর মোটের কত শতাংশ	রোলআউট কতদূর এগোল, সেটা বোঝায়
এই সপ্তাহে কুইজ	এই সপ্তাহে কতগুলো কুইজ দেওয়া হয়েছে, আর গত সপ্তাহের চেয়ে কত বদলেছে	ব্যবহার বাড়ছে না কমছে, সেটা এক নজরে
যাচাই করা প্রশ্ন	কতগুলো প্রশ্ন যাচাই শেষে চালু, আর কতজন শিক্ষক যাচাই করছেন	প্রশ্নভান্ডার কত দ্রুত বাড়ছে, আর শিক্ষকেরা কতটা যুক্ত

কুইজে অংশগ্রহণ, সারা দেশ

এই চারটে গত ৮ সপ্তাহের অংশগ্রহণ শতাংশে দেখায়। মানে, যুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কত শতাংশ সেই সপ্তাহে অন্তত একটা কুইজ দিয়েছে। নমুনায় রেখাটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে, প্রথম সপ্তাহে ৫০ শতাংশের একটু ওপরে, অষ্টম সপ্তাহে ৭০ শতাংশের কাছে।

কুইজে অংশগ্রহণ, সারা দেশ

%

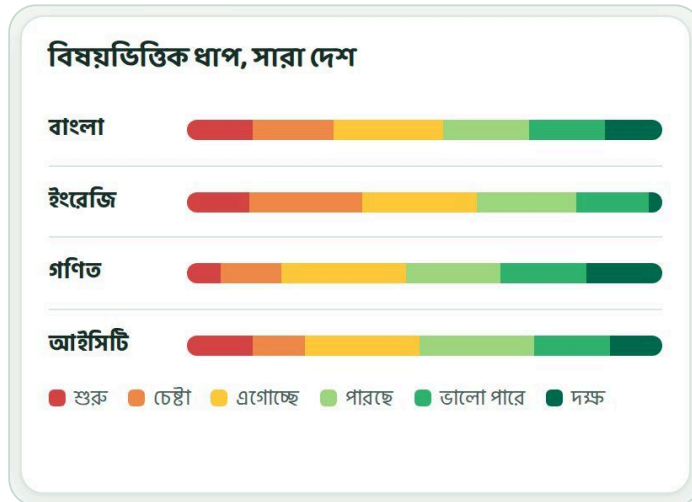


ছবি ৪. সারা দেশে ৮ সপ্তাহের কুইজ অংশগ্রহণ (নমুনা)।

রেখা যদি কয়েক সপ্তাহ ধরে সমান থাকে বা নামে, তাহলে কোন বিভাগ বা জেলা এটা টেনে নামাচ্ছে তা নিচের টেবিলে দেখুন। ছুটি বা পরীক্ষার সপ্তাহে অংশগ্রহণ কমা স্বাভাবিক।

বিষয়ভিত্তিক ধাপ, সারা দেশ

প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটা রঙিন বার। বারের প্রতিটি রং একটা ধাপ, লাল থেকে গাঢ় সবুজ। কোনো রঙের অংশ যত লম্বা, সেই ধাপে তত বেশি শিক্ষার্থী।



ছবি ৫. বিষয়ভিত্তিক ধাপ। লাল আর কমলা অংশ হলো প্রথম দুই ধাপ।

- বাঁ দিকের লাল আর কমলা অংশ দেখুন। এটা শুরু আর চেষ্টা ধাপের শিক্ষার্থী, যাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাগে।
- নমুনায় ইংরেজিতে কমলা অংশ বড়, আর গাঢ় সবুজ অংশ সবচেয়ে ছোট। এমন ছবি পেলে বোঝা যায় ইংরেজিতে সহায়তা আগে দরকার।
- ডান দিকের সবুজ অংশ বড় হওয়া মানে বেশি শিক্ষার্থী ওপরের ধাপে উঠেছে।

বিভাগ

আটটি বিভাগের টেবিল। কলামগুলো: প্রতিষ্ঠান (BANBEIS অনুযায়ী মোট), পারোতে (যুক্ত হয়েছে), কুইজে অংশ (এই সপ্তাহের অংশগ্রহণ, বার আর শতাংশ), আর ধাপ (বিভাগের সব শিক্ষার্থীর ধাপের বার)।

বিভাগ

বিভাগ	প্রতিষ্ঠান	পারোতে	কুইজে অংশ	ধাপ
খুলনা	৪,৩৪০	৩,৬৬৬	৭৬%	
চট্টগ্রাম	৫,৪৬৯	৩,৪৮৫	৭৪%	
বরিশাল	৩,০৯২	২,৩৪২	৬২%	
রাজশাহী	৫,৬২৯	৩,০৫৮	৭৫%	
ঢাকা	৫,৭৮৪	৩,৭৮৫	৬৭%	
রংপুর	৫,২৬৬	৩,০৬৯	৬৯%	
সিলেট	৬,৬৪৬	৬,২৩০	৮৪%	
ময়মনসিংহ	২,৬০০	৬,২৯৬	৬৯%	

ছবি ৬. বিভাগের টেবিল (নমুনা সংখ্যা)।

৬৪ জেলা

সব জেলার টেবিল, কলাম বিভাগের টেবিলের মতোই। সবচেয়ে কম অংশগ্রহণের জেলা থাকে সবার ওপরে, তাই যাদের নজর দরকার তারা আগে চোখে পড়ে। অংশগ্রহণ কম হলে বারটা কমলা হয়।

৬৪ জেলা

জেলা খোঁজো

জেলা	প্রতিষ্ঠান	পারোতে	কুইজে অংশ	ধাপ
ঝালকাঠি	৩৪৬	৩০০	৫৬%	
টাঙ্গাইল	৮৩৭	৬০৩	৫৬%	
রংপুর	৮৪৬	৫৬৭	৫২%	
ভোলা	৫৫৬	২৫৯	৫৫%	
ঢাকা	৬,৬৪০	৯৬২	৫৫%	
লক্ষ্মীপুর	৩৬৪	২৯৮	৫৫%	
ফরিদপুর	৩৭২	৩৬৬	৫৬%	
বরগুনা	৩৪৫	৩০০	৫৭%	
লালমনিরহাট	৩৫৬	৬২৫	৫৭%	
বান্দরবান	৮৫	৩৬	৫৮%	
মানিকগঞ্জ	২২৯	৬০৮	৫৮%	
রাঙামাটি	৬৮৬	৬৫২	৫৮%	
গাজীপুর	৭৯৭	৫২৬	৬০%	
কুষ্টিয়া	৪২৬	৩৬৬	৬০%	
নেত্রকোনা	৪৩৮	২৫৮	৬০%	
ফেনী	৩৪৭	৬০৮	৬৬%	

ছবি ৭. ৬৪ জেলার টেবিল, কম অংশগ্রহণ আগে। ডানে ওপরে জেলা খোঁজার ঘর।

১ ডানে ওপরে **জেলা খোঁজো** ঘরে জেলার নাম লিখুন।

২ টেবিলে শুধু মিলে যাওয়া জেলা থাকবে।

৩ জেলার নামে চাপলে সেই জেলার পাতা খোলে।

ধাপ-বার আর অংশগ্রহণ একসাথে পড়ুন

দুটো সংখ্যা আলাদা প্রশ্নের উত্তর দেয়। **কুইজে অংশ** বলে কতজন আসলে কুইজ দিচ্ছে। **ধাপ** বলে যারা কুইজ দিয়েছে, তারা কতটা শিখেছে। অংশগ্রহণ কম হলে ধাপ-বার অল্প কিছু শিক্ষার্থীর ছবি দেখায়, তাই সেটা পুরো জেলার ছবি হিসেবে ধরবেন না।

যা দেখছেন	সম্ভাব্য মানে	প্রথম পদক্ষেপ
অংশগ্রহণ কম, ধাপ ভালো	অল্প কিছু আগ্রহী শিক্ষার্থী কুইজ দিচ্ছে	আগে অংশগ্রহণ বাড়ান, তারপর ধাপ দেখুন
অংশগ্রহণ কম, ধাপ দুর্বল	শুরুই হয়নি ঠিকমতো	জেলা অফিসের সাথে কথা বলুন
অংশগ্রহণ ভালো, ধাপ দুর্বল	শিক্ষার্থীরা নিয়মিত, কিন্তু বিষয়ে সাহায্য লাগবে	কোন বিষয়ে লাল-কমলা বেশি, সেটা দেখুন
অংশগ্রহণ ভালো, ধাপ ভালো	কাজ চলছে	কী কাজ করছে জানুন, অন্যদের জানান



ডানে ওপরে **এক্সপোর্ট** বোতাম দিয়ে জাতীয় পাতার তথ্য ডাউনলোড করা যায়। অধ্যায় ৮-এ এর ব্যবহার আছে।

প্রথম পাঁচ মিনিটে যা দেখবেন

- ১ ওপরের চার ঘর দেখুন। **পারোতে আছে** আর **এই সপ্তাহে কুইজ** গত সপ্তাহের চেয়ে বাড়ল কি না, তীর চিহ্ন বলে দেয়।
- ২ অংশগ্রহণ চার্টে শেষ তিন-চার সপ্তাহের দিক দেখুন।
- ৩ বিষয়ভিত্তিক ধাপে কোন বিষয়ে লাল আর কমলা সবচেয়ে বেশি, দেখুন।
- ৪ বিভাগের টেবিলে সবচেয়ে কম অংশগ্রহণের বিভাগ খুঁজুন।
- ৫ ৬৪ জেলার টেবিলের ওপরের কয়েকটা জেলা লিখে রাখুন। এরাই পরের আলোচনার বিষয়।

জেলা থেকে স্কুল পর্যন্ত

জাতীয় পাতা থেকে ধাপে ধাপে ক্লিক করে যেকোনো স্কুলে পৌঁছানো যায়, সব সময় সংখ্যায়।

পারোতে পাতাগুলো একটার ভেতর আরেকটা: সারা দেশ, জেলা, উপজেলা, স্কুল। প্রতিটি পাতার ওপরে একটা পথ-রেখা থাকে, যেমন **কর্তৃপক্ষ > ময়মনসিংহ > মুক্তাগাছা**। যেকোনো নামে চাপলে সেই স্তরে ফিরে যাবেন।

জেলার পাতা

জাতীয় পাতার জেলা টেবিলে জেলার নামে চাপলে, বা সরাসরি paaro.net/mymensingh খুললে, জেলার পাতা আসে। ওপরে চারটি ঘর: প্রতিষ্ঠান (BANBEIS) আর উপজেলা-খানার সংখ্যা, পারোতে আছে, এই সপ্তাহে কুইজ দিয়েছে, আর গড় ধাপ, গত মাসের সাথে তুলনা করে। ডানে **Excel** ডাউনলোড বোতাম।



ছবি ৮. জেলার পাতার ওপরের অংশ। গড় ধাপের ঘরে গত মাসের ধাপও লেখা থাকে।

নিচে আছে জেলার ৮ সপ্তাহের অংশগ্রহণ চার্ট, ধারাবাহিক ধাপ (সাধারণ, মাদ্রাসা, কারিগরি, ইংলিশ ভার্সন) আর **উপজেলাগুলো** টেবিল।



ছবি ১০. উপজেলার স্কুল তালিকা, কম অংশগ্রহণ আগে। পাইলট ছাড়া বাকি নাম ও সংখ্যা নমুনা।

নিচে থাকে পুরো উপজেলার বিষয়ভিত্তিক ধাপ, আর **এখনো যোগ দেয়নি** তালিকা। এই তালিকার কাজ অধ্যায় ৭-এ আছে।

স্কুলের পাতা

স্কুলের নামে চাপলে, বা paaro.net/ এর পরে EIIN লিখলে, স্কুলের পাতা খোলে। ওপরে থাকে স্কুলের নাম, EIIN, ধারা, প্রধান শিক্ষকের নাম, আর **মাসিক রিপোর্ট** ডাউনলোড। চারটি ঘরে দেখায়: পারোতে কত শিক্ষার্থী (মোটের মধ্যে কতজন), এই সপ্তাহে কত শতাংশ কুইজ দিয়েছে, গত ৭ দিনে কতজন শিক্ষক সক্রিয়, আর এই স্কুলের শিক্ষকেরা কতগুলো প্রশ্ন যাচাই করেছেন।



ছবি ১১. স্কুলের পাতার ওপরের অংশ। পথ-রেখায় কর্তৃপক্ষ থেকে স্কুল পর্যন্ত পুরো পথ।

- পারোতে শিক্ষার্থী ঘরে দেখুন স্কুলের কত শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে। অনেকে বাকি থাকলে প্রধান শিক্ষককে তালিকা তুলতে বলুন।
- সক্রিয় শিক্ষক কম হলে কুইজ নিয়মিত হবে না। শিক্ষকেরা যুক্ত হলেই শিক্ষার্থীরাও নিয়মিত হয়।
- যাচাই করা প্রশ্ন দেখায় স্কুলের শিক্ষকেরা প্রশ্নভান্ডারে কতটা অবদান রাখছেন।

নিচে ক্লাসভিত্তিক টেবিল, খেয়াল রাখার তালিকা, শিক্ষকদের টেবিল আর বিষয়ভিত্তিক ধাপ থাকে। আপনি এসব দেখবেন সংখ্যা আর ধাপ হিসেবে।



উপজেলা থেকে ওপরের কোনো স্তরে শিক্ষার্থীর নাম দেখায় না। স্কুলের পাতা খুললেও কর্তৃপক্ষ শুধু মোট সংখ্যা আর ধাপ দেখে। কোনো শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট তথ্য দরকার হলে সেটা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

উদাহরণ: জাতীয় পাতা থেকে একটা স্কুলে

- ১ paaro.net/dshe খুলে ৬৪ জেলা টেবিলে জেলা খোঁজো ঘরে লিখুন: ময়মনসিংহ।
- ২ জেলার নামে চাপুন। ময়মনসিংহ জেলার পাতা খুলবে।
- ৩ উপজেলাগুলো টেবিলে কমলা বারের উপজেলাগুলো দেখুন। ৮ সপ্তাহের রেখা উঠছে কি না খেয়াল করুন।
- ৪ মুক্তাগাছায় চাপুন। উপজেলার পাতায় স্কুলগুলো (কম থেকে বেশি) টেবিলের ওপরের স্কুলটা দেখুন।
- ৫ স্কুলের নামে চাপুন। স্কুলের পাতায় ক্লাসভিত্তিক সংখ্যা আর ধাপ দেখবেন।
- ৬ ফিরতে পথ-রেখায় কর্তৃপক্ষ চাপুন।

প্রতিটি স্তরের অফিস কী করে

স্তর	মূল কাজ
জেলা অফিস	উপজেলাগুলোর অগ্রগতি দেখে, পিছিয়ে থাকা উপজেলার সাথে কথা বলে, Excel রিপোর্ট পাঠায়
উপজেলা অফিস	কম অংশগ্রহণের স্কুল পরিদর্শন পরিকল্পনায় যোগ করে, নতুন স্কুলকে আমন্ত্রণ পাঠায়
প্রধান শিক্ষক	শিক্ষক আর শিক্ষার্থী যোগ করে, ক্লাসভিত্তিক অবস্থা দেখে, মাসিক রিপোর্ট নেয়
শিক্ষক	কুইজ ঠিক করে, পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে, প্রশ্ন যাচাই করে

কে কী দেখে, আর তথ্যের সুরক্ষা

প্রত্যেকে শুধু নিজের অংশ দেখে; ওপরের স্তরে কোনো শিক্ষার্থীর নাম যায় না।

পারোর তথ্য-নিয়ম সহজ। যার কাজ যতটুকু, সে ততটুকু দেখে। শিক্ষার্থী আর অভিভাবক শুধু নিজেদের পাতা দেখে। শিক্ষক নিজের ক্লাস দেখেন। প্রধান শিক্ষক পুরো স্কুল দেখেন। উপজেলা, জেলা আর কর্তৃপক্ষ দেখে সংখ্যা আর ধাপ, কোনো শিক্ষার্থীর নাম ছাড়া।

কে কী দেখতে পারে						
	শিক্ষার্থী	শিক্ষক	স্কুল	উপজেলা	জেলা	সারা দেশ
শিক্ষার্থী	✓					
অভিভাবক	✓					
শিক্ষক	নিজের ক্লাস	✓				
প্রধান শিক্ষক	✓	✓	✓			
উপজেলা অফিসার	নাম ছাড়া		✓	✓		
জেলা অফিসার			✓	✓	✓	
কর্তৃপক্ষ			✓	✓	✓	✓

উপজেলা থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার্থীর নাম দেখা যায় না, শুধু সংখ্যা।

ছবি ১২. কে কী দেখতে পারে। উপজেলা থেকে ওপরে শিক্ষার্থীর নাম দেখা যায় না।

কে	কী খুলতে পারেন
শিক্ষার্থী	নিজের পাতা
অভিভাবক	নিজের সন্তানদের পাতা
শিক্ষক	নিজের পাতা, নিজের ক্লাসের শিক্ষার্থী
প্রধান শিক্ষক	স্কুলের পাতা, স্কুলের সব শিক্ষক আর শিক্ষার্থী
উপজেলা অফিসার	উপজেলা আর তার স্কুলগুলো, সংখ্যা আর ধাপে, নাম ছাড়া
জেলা অফিসার	জেলা, তার উপজেলা আর স্কুল, সংখ্যায়, নাম ছাড়া
কর্তৃপক্ষ	সব কিছু, সংখ্যায়, নাম ছাড়া

প্রতিটি লিংকে লগইন

লিংক মনে রাখা সহজ, তাই যে কেউ লিংক জানতে পারে। এজন্য প্রতিটি পাতা খোলার আগে লগইন চায়। লগইন পাতায় লেখা থাকে কারা পাতাটা খুলতে পারেন। ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের কোনো তথ্য খোলে না।

- শিক্ষার্থী চোকে শিক্ষার্থী কোড আর ৪ অঙ্কের পিন দিয়ে। প্রথমবার চুকে পিন বদলাতে হয়।
- পরপর ৫ বার ভুল পিন দিলে অ্যাকাউন্ট ১৫ মিনিট বন্ধ থাকে। শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক নতুন পিন দিতে পারেন।
- অভিভাবক চোকে মোবাইল নম্বর আর SMS কোড দিয়ে। কোড যায় শুধু শিক্ষার্থীর সাথে নিবন্ধিত নম্বরে।
- নতুন শিক্ষককে অনুমোদন দেন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক আর কর্মকর্তাদের অনুমোদন দেয় পারো টিম।

শিক্ষার্থীর লিংক কিছু ফাঁস করে না

শিক্ষার্থীর লিংক হলো ইংরেজি নামের প্রথম অংশ আর ৪টি অঙ্ক, যেমন paaro.net/rafi2031। কোডটা থাকুক বা না থাকুক, লগইন পাতা দেখতে একই রকম। তাই কেউ লিংক বানিয়ে বানিয়ে বের করতে পারবে না কোন শিক্ষার্থী পারোতে আছে।

লগইন লাগবে

রাফি হাসান
paaro.net/rafi2031

শিক্ষার্থী কোড

৪ অঙ্কের পিন

চোকে

পিন ভুলে গেলে শিক্ষককে বলো। শিক্ষক নতুন পিন দিতে পারেন।

এই পাতা কারা দেখতে পারে

- শিক্ষার্থী নিজে
- তার অভিভাবক
- তার শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক

লিংকটা সহজে মনে রাখা যায়, কিন্তু ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না।

ছবি ১৩. শিক্ষার্থীর লগইন পাতা: কোড আর ৪ অঙ্কের পিন।

নথি আর ব্যাকআপ

- প্রশাসনিক প্রতিটি কাজের নথি থাকে: কে কখন কী করেছেন।
- পাইলটের সময় তথ্য নিরাপদে রাখা হয়, প্রতিদিন ব্যাকআপ হয়।
- SMS যায় বাংলাদেশি একটি SMS সেবার মাধ্যমে। অভিভাবক সপ্তাহে কয়েকটার বেশি SMS পান না, আর শুধু যেগুলো তিনি চালু করেন।
- উত্তর মেলানো হয় সার্ভারে। জমা দেওয়ার আগে শিক্ষার্থী উত্তর দেখতে পারে না।

যে সিদ্ধান্ত কৰ্তৃপক্ষের সাথে ঠিক হবে

তথ্য কোথায় রাখা হবে, সেই প্রশ্নটা এখনো খোলা। এটা কৰ্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। পুরো দেশে চালুর আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।



আলোচনায় যে প্রশ্নগুলো তুলতে পারেন: তথ্য কোন দেশে থাকবে, কতদিন রাখা হবে, প্রশাসনিক নথি কে দেখতে পারবে, আর কোনো শিক্ষার্থী চলে গেলে তার তথ্যের কী হবে।

আপনার নিজের করণীয়

- নিজের লগইন কোড কাউকে দেবেন না। সহকর্মীর দরকার হলে তাঁর জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট চান।
- ডাউনলোড করা ফাইল অফিসের নিয়ম মেনে রাখুন। এতে শিক্ষার্থীর নাম না থাকলেও এটা দাপ্তরিক তথ্য।
- কোনো পাতায় এমন তথ্য দেখলে যা আপনার দেখার কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে পারো টিমকে জানান।

প্রশ্নের মান আর শিক্ষকদের ভূমিকা

প্রতিটি প্রশ্ন বইয়ের পাতার সাথে মেলানো, দুই স্কুলের দুই শিক্ষক যাচাই করেন।

পারোর প্রশ্ন আসে এনসিটির বই থেকে, আর প্রতিটি প্রশ্নে বইয়ের ছাপা পৃষ্ঠা নম্বর থাকে। এখন ভান্ডারে ২৭টি বই থেকে ৭৬৬টি খসড়া প্রশ্ন। খসড়া প্রশ্ন শিক্ষার্থীর কাছে যায় না। আগে শিক্ষকেরা যাচাই করেন।

যাচাইয়ের নিয়ম

- শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে প্রশ্নের সাথে মেলান।
- দুই ভিন্ন স্কুলের দুজন শিক্ষক ঠিক বললে প্রশ্ন চালু হয়।
- নিজের লেখা প্রশ্ন নিজে যাচাই করা যায় না। একই স্কুলের শিক্ষকও যাচাই করতে পারেন না।
- প্রশ্নের উইন্ডোতে তিনটি বোতাম: **✓ ঠিক আছে**, **■ ভুল আছে** আর **পরে দেখব**। ভুল হলে মন্তব্য ঘরে লিখে দেন।

mcq · কঠিনতা ৯

×

রাজার কয়জন রানি ছিলেন?

আনন্দপাঠ · শ্রেণি ৬ · সাত ভাই চন্দা · বইয়ের পৃষ্ঠা ৯

ক) তিন

খ) পাঁচ

গ) সাত ✓

ঘ) ছয়

মন্তব্য (ভুল হলে লেখা)

যেমন: বইয়ে বানান ভিন্ন

✓ ঠিক আছে

■ ভুল আছে

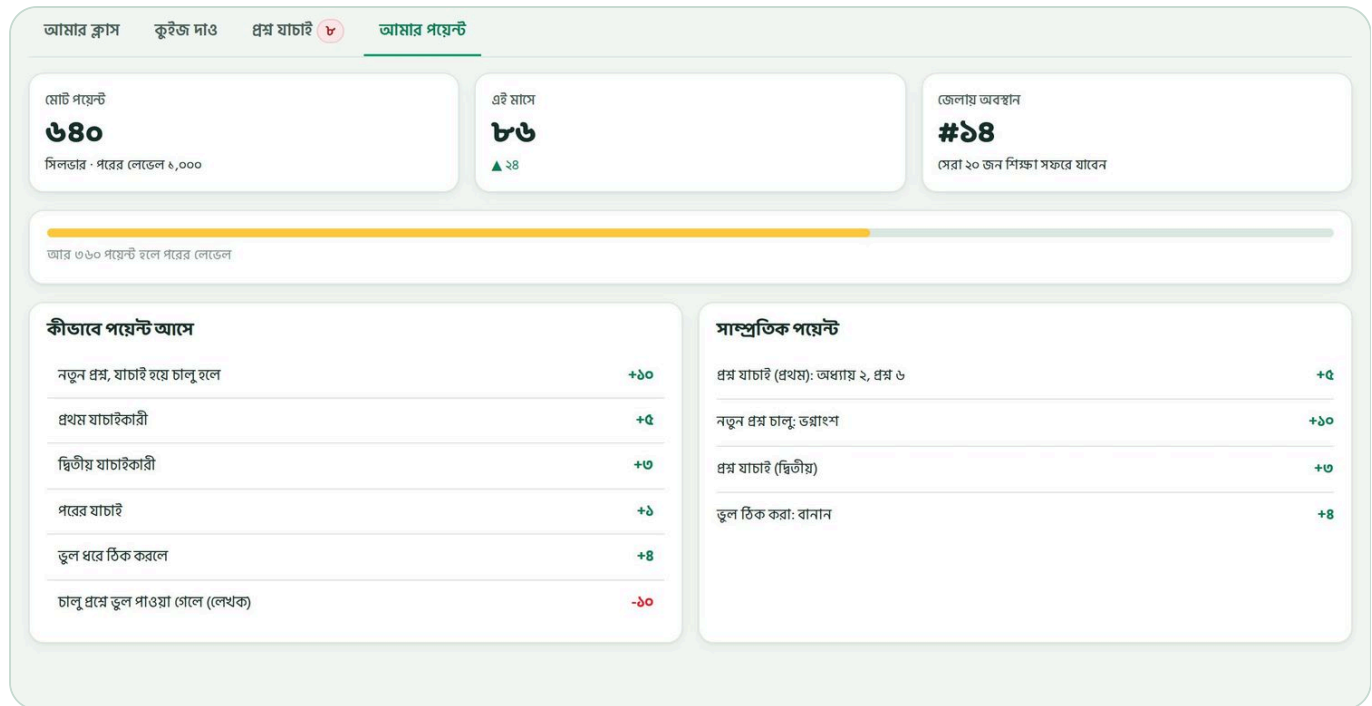
পরে দেখব

ছবি ১৪. যাচাইয়ের জন্য খোলা একটা প্রশ্ন। ঠিক উত্তর চিহ্নিত, ওপরে বই, শ্রেণি, অধ্যায় আর বইয়ের পৃষ্ঠা।

চালু হওয়ার পরেও কোনো ভুল ধরা পড়লে প্রশ্ন লেখক ১০ পয়েন্ট হারান, আর প্রত্যেক যাচাইকারী ৫ পয়েন্ট। এতে যাচাই মন দিয়ে করার কারণ থাকে।

শিক্ষকের পয়েন্ট

শিক্ষকেরা প্রশ্ন লেখা, যাচাই আর ভুল ঠিক করার জন্য পয়েন্ট পান। প্রতিটি শিক্ষকের পাতায় **আমার পয়েন্ট** অংশে মোট পয়েন্ট, লেভেল, এই মাসের পয়েন্ট আর জেলায় অবস্থান দেখায়।



ছবি ১৫. একজন শিক্ষকের পয়েন্টের পাতা। জেলায় সেরা ২০ জন শিক্ষা সফরে যান।

কাজ	পয়েন্ট
প্রশ্ন চালু হলে	+১০
প্রথম যাচাইকারী	+৫
দ্বিতীয় যাচাইকারী	+৩
পরের যাচাই	+১
ভুল ঠিক করা গৃহীত হলে	+৪
প্রতি ১০০ শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিলে (প্রশ্নপ্রতি সর্বোচ্চ ১০)	+২
মুক্তপাঠ সার্টিফিকেট	+১৫
চালু প্রশ্নে ভুল: লেখক / প্রতি যাচাইকারী	-১০ / -৫

প্রশ্নভান্ডার কীভাবে বাড়বে

এখন প্রতিটি বইয়ের প্রথম ২-৩টি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আছে। শিক্ষকেরা নতুন প্রশ্ন লেখেন, অন্য স্কুলের শিক্ষকেরা যাচাই করেন, আর যত বেশি শিক্ষার্থী একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়, লেখক তত পয়েন্ট পান। তাই যত বেশি স্কুল যুক্ত হয়, ভান্ডার তত দ্রুত বাড়ে আর যাচাইও দ্রুত হয়।

দিনে সর্বোচ্চ ৬০ পয়েন্ট। লেভেল: ব্রোঞ্জ ২০০, সিলভার ৫০০, গোল্ড ১,০০০, প্ল্যাটিনাম ২,৫০০।

পুরস্কার

- প্রতিটি লেভেলে সার্টিফিকেট।
- উপজেলা বা জেলার বোর্ডে শিক্ষকের নাম।
- প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার, যেমন মুক্তপাঠের আইসিটি কোর্স।
- প্রতি টার্মে প্রতিটি জেলার সেরা শিক্ষকদের শিক্ষা সফর।

- স্পনসর করা ছোট পুরস্কার।

পুরস্কারের আবেদন অনুমোদন করে পারো টিম।

কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে

শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ধরে রাখতে স্বীকৃতি জরুরি। কর্তৃপক্ষ চাইলে এই বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত দিতে পারে:

- শিক্ষা সফর অনুমোদন: কতজন যাবেন, কবে, আর কোথায়।
- স্বীকৃতি: সেরা যাচাইকারী শিক্ষকদের জন্য কর্তৃপক্ষের চিঠি বা সনদ।
- মূল্যপাঠ সার্টিফিকেট: কোন কোর্স পারোর পয়েন্টে গোনো হবে, আর প্রশিক্ষণে আসন দেওয়ার সময় পারোর পয়েন্ট বিবেচনা করা হবে কিনা।



জাতীয় পাতার **যাচাই করা প্রশ্ন** ঘর দেখায় কতগুলো প্রশ্ন চালু আর কতজন শিক্ষক যাচাই করছেন। এই সংখ্যা থেমে গেলে স্বীকৃতির কথা ভাবার সময়।

চালু করার পরিকল্পনা

আগে ৪-৫টি প্রতিষ্ঠানে দুই মাসের পাইলট, তারপর জেলা ধরে ধরে।

পাইলট

পাইলট চলবে দুই মাস, কর্তৃপক্ষের বেছে দেওয়া ৪ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠানে। প্রতিটি ধারা থেকে একটি: সাধারণ, ইংলিশ ভার্সন, মাদ্রাসা আর কারিগরি। এতে দেখা যাবে চার ধরনের প্রতিষ্ঠানে পারো কেমন চলে।

পাইলট স্কুল বাছাইয়ের সময় যা ভাববেন

- প্রতিটি ধারা থেকে একটি প্রতিষ্ঠান।
- প্রধান শিক্ষক আগ্রহী, আর অন্তত কয়েকজন শিক্ষক ফোনে স্বচ্ছন্দ।
- ৬ থেকে ১০ শ্রেণির শিক্ষার্থী আছে, কারণ এখনকার প্রশ্ন এই শ্রেণিগুলোর বই থেকে।
- শিক্ষার্থীদের বা অভিভাবকদের হাতে কিছু ফোন আছে, অথবা স্কুলে স্মার্ট বোর্ড আছে।
- উপজেলা অফিস কাছে, যাতে পরিদর্শন সহজ হয়।

একটা স্কুল কীভাবে যুক্ত হয়

পারো কাজ করে BANBEIS ২০২৪ তালিকা দিয়ে। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের EIIN আগে থেকেই পারোতে আছে। তাই যুক্ত না হওয়া স্কুলের লিংক খুললেও স্কুলের নাম, উপজেলা আর স্তর দেখায়, সঙ্গে **এখনো পারোতে নেই** লেখা আর **পারোতে যোগ দিতে চাই** বোতাম।

এখনো পারোতে নেই

Aftab Uddin Memorial Karigori School

EIIN ১৩২৭২৫ · ভালুকা, ময়মনসিংহ · S.S.C. (Vocational)

স্কুলটা BANBEIS তালিকায় আছে। প্রধান শিক্ষক বা উপজেলা অফিস যোগ দেওয়ার অনুরোধ পাঠালে এই লিংকেই স্কুলের পাতা চালু হবে।

পারোতে যোগ দিতে চাই

ছবি ১৬. যুক্ত না হওয়া একটা আসল স্কুলের পাতা, BANBEIS তালিকা থেকে।

- ১ প্রধান শিক্ষক বা উপজেলা অফিস যোগ দেওয়ার অনুরোধ পাঠায়।
- ২ পারো টিম EIIN দিয়ে স্কুল যোগ করে আর প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাউন্ট অনুমোদন দেয়।
- ৩ একই লিংকে স্কুলের পাতা চালু হয়, যেমন paaro.net/900101 ।
- ৪ প্রধান শিক্ষক শিক্ষক যোগ করেন। প্রত্যেক শিক্ষক SMS-এ নিজের লিংক পান।
- ৫ প্রধান শিক্ষক CSV বা এক্সেল ফাইল দিয়ে শিক্ষার্থীর তালিকা তোলেন। পারো নিজে থেকেই প্রত্যেকের কোড বানায়।



স্কুল লগইন স্লিপ প্রিন্ট করে শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়া স্লিপে থাকে কোড আর প্রথম পিন।

উপজেলা অফিসের মাধ্যমে আমন্ত্রণ

প্রতিটি উপজেলার পাতায় **এখনো যোগ দেয়নি** তালিকা থাকে, BANBEIS থেকে। প্রতিটি স্কুলের EIIN, ধারা আর স্তর দেখায়। উপজেলা অফিস একটা স্কুলের পাশে **আমন্ত্রণ** চাপলে স্কুলে SMS যায়। **সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও** দিয়ে একসাথে সব স্কুলকে পাঠানো যায়।

এখনো যোগ দেয়নি

৭৩

১১১৯৩২	A.k.m Mosharrof Hosain High School সাধারণ · Secondary	আমন্ত্রণ
১১১৯৯৬	Al Haz Kadhmi Ali Dakhil Madrasa মাদ্রাসা · Dakhil	আমন্ত্রণ
১১১৯৭১	Al-Maariful Islamia Dakhil Madrasa মাদ্রাসা · Dakhil	আমন্ত্রণ
১১১৯৪০	Armed Police Battalion Adarsha High School সাধারণ · Secondary	আমন্ত্রণ
১১১৯৫৯	Ayesha Girls High School সাধারণ · Secondary	আমন্ত্রণ
১৩৬৩০৯	Babar Rabeya Nagar It Junior School সাধারণ · Secondary	আমন্ত্রণ

তালিকা: BANBEIS ২০২৪

সবাইকে আমন্ত্রণ পাঠাও

ছবি ১৭. উপজেলার যুক্ত না হওয়া স্কুলের তালিকা, প্রতিটির পাশে আমন্ত্রণ বোতাম।

জেলা ধরে ধরে বিস্তার

পাইলটের পরে পারো চালু হবে জেলা ধরে ধরে। প্রতিটি ধাপে জেলা অফিস উপজেলা অফিসগুলোকে নিয়ে কাজ করে, আর উপজেলা অফিস স্কুলগুলোকে আমন্ত্রণ পাঠায়। জাতীয় পাতার **পারোতে আছে** ঘরে পুরো দেশের অগ্রগতি দেখবেন।

প্রতিটি ধাপের আগে যা দেখবেন

ধাপ	এগোনের আগে দেখুন
পাইলট থেকে প্রথম জেলা	পাইলট স্কুলে সাপ্তাহিক অংশগ্রহণ স্থির বা বাড়ছে কি না; প্রতিটি ধারায় কুইজ চলছে কি না; শিক্ষকেরা প্রশ্ন যাচাই করছেন কি না; লগইনে বড় সমস্যা আছে কি না
এক জেলা থেকে পরের জেলা	জেলার বেশিরভাগ উপজেলায় স্কুল যুক্ত হয়েছে কি না; ৮ সপ্তাহের রেখা ওপরে কি না; কতগুলো স্কুল ৬২ শতাংশের নিচে
নতুন শ্রেণি বা অধ্যায় যোগ	সেই বইয়ের যথেষ্ট প্রশ্ন যাচাই হয়ে চালু হয়েছে কি না
পুরো দেশ	তথ্য কোথায় রাখা হবে, সেই সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না



একসাথে অনেক জেলা চালু করলে উপজেলা অফিসের ওপর চাপ পড়ে, আর স্কুলগুলো সাহায্য পায় না। অংশগ্রহণ স্থির হওয়ার পরে পরের জেলায় যাওয়াই নিরাপদ।

পাইলটে কার কী দায়িত্ব

কে	দায়িত্ব
কর্তৃপক্ষ	পাইলট প্রতিষ্ঠান বাছাই, সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা অফিসকে জানানো, দুই মাস শেষে পর্যালোচনা
জেলা ও উপজেলা অফিস	পাইলট স্কুলের পাতা নিয়মিত দেখা, দরকার হলে পরিদর্শন
প্রধান শিক্ষক	শিক্ষক আর শিক্ষার্থী যোগ করা, লগইন স্লিপ বিতরণ
শিক্ষক	সপ্তাহে কুইজ দেওয়া, প্রশ্ন যাচাই করা
পারো টিম	স্কুল যোগ করা, অ্যাকাউন্ট অনুমোদন, প্রশ্নভান্ডার আর SMS দেখা

পাইলট শেষে যা জানতে চাইবেন

- প্রতিটি ধারায় কত শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত কুইজ দিয়েছে?
- দুই মাসে কোন বিষয়ে কত শিক্ষার্থী ধাপে উঠেছে?
- কতগুলো প্রশ্ন যাচাই হয়ে চালু হয়েছে, আর কোনো চালু প্রশ্নে ভুল পাওয়া গেছে কি না?
- শিক্ষক আর প্রধান শিক্ষকেরা কোথায় আটকে গেছেন?
- কোন ধারার জন্য আলাদা প্রস্তুতি লাগবে?

তথ্য কাজে লাগানো

মাসিক পর্যালোচনা, ডাউনলোড, আর সাবধানতা।

মাসিক পর্যালোচনার প্রশ্ন

প্রতি মাসে একবার জাতীয় পাতা খুলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুন। পুরো কাজে আধা ঘণ্টার মতো লাগে।

- ১ **পারোতে আছে:** গত মাসের চেয়ে কতগুলো প্রতিষ্ঠান বেশি যুক্ত হয়েছে?
- ২ **কুইজে অংশগ্রহণ চার্ট:** শেষ ৪ সপ্তাহে রেখা উঠছে, সমান, নাকি নামছে?
- ৩ **৬৪ জেলা টেবিল:** ওপরের ৫টি জেলা কোনগুলো? গত মাসেও কি এরাই ছিল?
- ৪ **বিষয়ভিত্তিক ধাপ:** কোন বিষয়ে লাল আর কমলা অংশ সবচেয়ে বড়? কমছে কি?
- ৫ **যাচাই করা প্রশ্ন:** প্রশ্ন আর যাচাইকারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে কি?
- ৬ কোন জেলার অফিসের সাথে এই মাসে কথা বলা দরকার?

উদাহরণ: একটা মাসিক পর্যালোচনা

ধরুন নমুনা পাতায় দেখালেন, জাতীয় অংশগ্রহণ ৮ সপ্তাহে ধীরে ধীরে বেড়েছে। বিভাগের টেবিলে বরিশালের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। ৬৪ জেলার টেবিলে ওপরে আছে ঝালকাঠি, আর বরিশাল বিভাগের আরো দুটো জেলা, ভোলা আর বরগুনা, ওপরের দিকে। বিষয়ভিত্তিক ধাপে ইংরেজিতে কমলা অংশ সবচেয়ে বড়।

এখান থেকে তিনটি কাজ বের হয়: বরিশাল বিভাগের জেলা অফিসগুলোর সাথে অংশগ্রহণ নিয়ে কথা বলা, ঝালকাঠির উপজেলাগুলোর ৮ সপ্তাহের রেখা দেখা, আর ইংরেজিতে শিক্ষক সহায়তার কথা ভাবা। পরের মাসে এই তিনটাই আগে দেখবেন।

ডাউনলোড

পাতা	বোতাম
জাতীয় পাতা	এক্সপোর্ট
জেলার পাতা	Excel
উপজেলার পাতা	রিপোর্ট
স্কুলের পাতা	মাসিক রিপোর্ট

সভার জন্য জাতীয় পাতার এক্সপোর্ট আর দরকারি জেলার Excel ফাইল নিয়ে যেতে পারেন। কোনো জেলার কথা বলার সময় সঙ্গে জেলার লিংকও দিন, যাতে সবাই একই পাতা দেখেন।

ধাপ দিয়ে সহায়তা ঠিক করা

- কোনো বিষয়ে সারা দেশে লাল-কমলা অংশ বড় হলে সেই বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা বাড়তি উপকরণের কথা ভাবুন।

- নির্দিষ্ট কোনো বিভাগ বা জেলায় একই চিত্র হলে সেখানে আগে সহায়তা পাঠান।
- জেলার পাতায় ধারাবিকিত ধাপ দেখুন। কোনো একটা ধারা পিছিয়ে থাকলে সেই ধারার প্রতিষ্ঠানে নজর দিন।
- মনে রাখুন, ৩ নম্বর ধাপের নিচের শিক্ষার্থীরা নিজে থেকেই সহজ পথ পায়। আপনার কাজ হলো কোথায় শিক্ষকের বাড়তি সহায়তা লাগবে, সেটা বের করা।

সাবধানতা

- আগে অংশগ্রহণ দেখুন। কম শিক্ষার্থী কুইজ দিলে ধাপের ছবি ভরসাযোগ্য নয়।
- ছোট সংখ্যা সাবধানে পড়ুন। অল্প কয়েকটা স্কুলের উপজেলায় একটা স্কুলই শতাংশ অনেক বদলে দিতে পারে।
- এক সপ্তাহ দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন না। ৮ সপ্তাহের রেখা দেখুন।
- শিক্ষার্থীর কোনো র‍্যাংকিং তালিকা বানাবেন না, প্রকাশও করবেন না। পারোর কাজ শেখায় সাহায্য করা। শিক্ষার্থীর র‍্যাংকিং সেই কাজের উল্টো ফল আনে।
- জেলা বা স্কুলের তুলনা দিয়ে ঠিক করুন কোথায় সহায়তা যাবে। তুলনা শাস্তির কাজে লাগালে অফিস আর স্কুল সমস্যা লুকাতে শুরু করে।
- পাইলটের সময় জাতীয় পাতার বেশিরভাগ সংখ্যা নমুনা। আসল সিদ্ধান্ত নেবেন পাইলট স্কুলের তথ্য দেখে।

জেলা অফিসের সাথে আলোচনায়

- আপনার জেলার কতগুলো উপজেলা ৮ সপ্তাহে এগিয়েছে, কতগুলো পিছিয়েছে?
- কম অংশগ্রহণের স্কুলগুলোতে উপজেলা অফিস পরিদর্শন করেছে কি?
- যুক্ত না হওয়া স্কুলগুলোকে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে কি?
- কোন ধারা বা বিষয়ে আপনার জেলা পিছিয়ে, আর কী সাহায্য লাগবে?

প্রায়ই যা জানতে চাওয়া হয়

কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে বেশি করেন।

? জাতীয় পাতার সংখ্যাগুলো কি আসল?

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আসল, BANBEIS ২০২৪ থেকে: ৩৩,২১৬ প্রতিষ্ঠান, ৬৪ জেলা, ৫৬২ উপজেলা ও থানা। বাকি সংখ্যা পুরো দেশে চালু হলে কেমন দেখাবে তার নমুনা। পাইলট চলবে ৪ থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠানে।

? আমরা কি কোনো শিক্ষার্থীর নাম বা নম্বর দেখতে পারি?

না। উপজেলা থেকে ওপরের কোনো স্তরে শিক্ষার্থীর নাম দেখায় না। আপনি সংখ্যা আর ধাপ দেখবেন। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর বিষয় প্রধান শিক্ষক আর শিক্ষক দেখেন।

? লিংক তো সহজ। কেউ অন্যের পাতা খুলে ফেলবে না তো?

প্রতিটি পাতা লগইন চায়, আর লগইন পাতায় লেখা থাকে কারা খুলতে পারেন। ঠিক মানুষ লগইন না করলে ভেতরের তথ্য খোলে না। শিক্ষার্থীর লিংকে কোড থাকুক বা না থাকুক, লগইন পাতা একই রকম দেখায়।

? সদর দপ্তরের নতুন সহকর্মীর অ্যাকাউন্ট কীভাবে পাব?

পারো টিমকে hello@paaro.net ঠিকানায় লিখুন: নাম, পদ, অফিসের Google অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল নম্বর। পারো টিম অনুমোদন দেয়।

? SMS কোড আসছে না। কী করব?

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। এক নম্বরে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩টি কোড যায়, আর প্রতিটি কোড ৫ মিনিট কাজ করে। অফিসের Google অ্যাকাউন্ট দিয়েও চুকতে পারেন। নম্বর বদলে থাকলে পারো টিমকে জানান।

? প্রশ্ন ভুল হলে কী হয়?

প্রতিটি প্রশ্ন দুই ভিন্ন স্কুলের দুজন শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠা মিলিয়ে যাচাই করেন। চালুর পরে ভুল ধরা পড়লে লেখক আর যাচাইকারীরা পয়েন্ট হারান, আর যে শিক্ষক ঠিক করেন তিনি পয়েন্ট পান।

? এখন কোন শ্রেণি আর বই আছে?

৬, ৭, ৮ আর ৯-১০ শ্রেণির বই, আর ১১-১২ শ্রেণির বাংলা। মোট ২৭টি বই, প্রতিটির প্রথম ২-৩টি অধ্যায়, ৭৬৬টি খসড়া প্রশ্ন।

? যে শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন নেই, সে কী করবে?

পারো কম দামের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে চলে, আর ক্লাসের স্মার্ট বোর্ডেও চলে। শিক্ষক ক্লাসেই কুইজ দিতে পারেন। কুইজ ঠিক করার সময় শিক্ষক বেছে নেন বাসা থেকে দেওয়া যাবে কি না।

? অভিভাবকেরা কি অনেক SMS পাবেন?

না। অভিভাবক সপ্তাহে কয়েকটার বেশি SMS পান না, আর শুধু যেগুলো তিনি নিজে চালু করেন: শুক্রবার সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক ফল, ৩ দিন কুইজ না দিলে, আর শিক্ষক লিখলে।

? তথ্য কোথায় রাখা হয়?

পাইলটের সময় তথ্য নিরাপদে রাখা হয়, প্রতিদিন ব্যাকআপ হয়, আর প্রতিটি প্রশাসনিক কাজের নথি থাকে। পুরো দেশে চালুর জন্য তথ্য কোথায় থাকবে, সেটা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ঠিক হবে।

? একটা স্কুল যুক্ত হতে কত সময় লাগে?

স্কুলের EIIN আগে থেকেই পারোতে আছে। পারো টিম স্কুল যোগ করে প্রধান শিক্ষককে অনুমোদন দিলেই পাতা চালু হয়। এরপর প্রধান শিক্ষক একটা ফাইল দিয়ে সব শিক্ষার্থী তোলেন আর লগইন স্লিপ প্রিন্ট করেন।

এক পাতায় সব

হাতের কাছে রাখার জন্য সংক্ষেপে।

বিষয়	বিস্তারিত
আপনার লিংক	paaro.net/dshe
লগইন	অফিসের Google অ্যাকাউন্ট, অথবা নিবন্ধিত মোবাইল আর ৬ অঙ্কের SMS কোড (৫ মিনিট)
জেলার পাতা	paaro.net/mymensingh
উপজেলার পাতা	paaro.net/mymensingh/muktagachha
স্কুলের পাতা	paaro.net/900101 (EIIN)
অ্যাকাউন্ট ও সাহায্য	পারো টিম, hello@paaro.net
প্রতিষ্ঠান (BANBEIS ২০২৪)	মোট ৩৬,২০৬; ৬-৯২ শ্রেণি ৩৩,২৯৬; ৬৪ জেলা; ৫৬২ উপজেলা ও থানা
পাইলট	৪-৫টি প্রতিষ্ঠান, প্রতি ধারায় একটি, দুই মাস
প্রশ্নভান্ডার	৭৬৬টি খসড়া প্রশ্ন, ২৭টি বই, দুই স্কুলের দুজন শিক্ষক যাচাই করেন

ছয় ধাপ

- ১ শুরু (লাল) · ২ চেষ্টা (কমলা) · ৩ এগোচ্ছে (হলুদ)
- ৪ পারছে (হালকা সবুজ) · ৫ ভালো পারে (সবুজ) · ৬ দক্ষ (গাঢ় সবুজ)

মাসিক পর্যালোচনা

- আগে অংশগ্রহণ, তারপর ধাপ।
- এক সপ্তাহের ওঠানামায় না তাকিয়ে ৮ সপ্তাহের রেখা দেখুন।
- ৬৪ জেলার টেবিলের ওপরের জেলাগুলোর সাথে কথা বলুন।
- লাল-কমলা বেশি যে বিষয়ে, সেখানে সহায়তা পাঠান।
- ৬২ শতাংশের নিচের স্কুলগুলো উপজেলা অফিসের পরিদর্শন তালিকায় আছে কি না দেখুন।

কখনো না

- শিক্ষার্থীর র্যাংকিং তালিকা বানানো বা প্রকাশ করা।
- লগইনের কোড বা পিন অন্য কাউকে দেওয়া।

paaro.net · hello@paaro.net · পর্দার ছবিতে নাম ও সংখ্যা নমুনা।